অমৃতবাণী

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের উদ্দেশ্য

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

আমি স্বপ্নে দেখছি যে, লোকেরা এক জীবনদাতাকে খুঁজছে। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার সামনে উপস্থিত হল এবং আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল 'হাযা রাজুলুন ইউহিব্বু রাসূলাল্লাহ্' অর্থাৎ ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসেন। এ কথার অর্থ, (আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের) পদ লাভের জন্য বড় শর্ত হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ভালোবাসা, যা এই ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। (রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করতে পারে না, কেননা আমি দুনিয়া হতে নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক জগতের অংশ প্রদান করা হয়েছে তারা আমাকে গ্রহণ করেছে ও করবে। আমাকে যে ত্যাগ করে, সে তাঁকে ত্যাগ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমার সাথে যিনি সংযোগ স্থাপন করেন, তিনি তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করেন যাঁর নিকট হতে আমি এসেছি। আমার হাতে এক প্রদীপ আছে। যে ব্যক্তি আমার নিকট আসবে সে অবশ্যই সেই আলো হতে অংশ লাভ করবে কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণাবশতঃ দূরে সরে পড়বে সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে।

এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমা'তে প্রবেশ করবে, সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু হতে নিজ প্রাণ বাঁচাবে। (রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)

আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কুরআনের রহস্য ও তত্ত্বজ্ঞানে আমাকে সকল মানবাত্মার উপর প্রাধান্য দান করা হয়েছে। আমি কুরআন শরীফের তফসীর লিখতে বার বার প্রতিযোগিতার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। যদি কোন বিরুদ্ধবাদী মৌলভী এটি গ্রহণ করত তা হলে খোদা তা'লা অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতেন। সুতরাং কুরআনের যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান আমাকে দান করা হয়েছে এটি আল্লাহ্‌র এক নিদর্শন। আমি খোদার ফযল হতে আশা রাখি যে, শীঘ্র দুনিয়া দেখে নিবে, আমি সত্যবাদী। (রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

আমি নি:সঙ্গ নই, বরং সম্মানিত খোদা আমার সাথে রয়েছেন। সেই খোদা হতে আমার নিকটতর আর কেউ নেই। তাঁর কৃপাতেই আমি এক প্রাণপূর্ণ আত্মা পেয়েছি যেন দু:খ সহ্য করেও তাঁর ধর্মের সেবা করতে পারি এবং ইসলামী আন্দোলনকে পূর্ণ উদ্দীপনা ও সত্যতার সাথে পূর্ণ করতে পারি। এ কাজের জন্যই তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। এখন আমি কারও বাধা দানে ক্ষান্ত হওয়ার নই। (রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা)

এক মুত্তাকী ব্যক্তির (আমাকে চেনার) জন্য এটাই যথেষ্ট যে, খোদা তা'লা আমাকে ধ্বংস করেননি, যেভাবে তিনি কোন প্রতারককে ধ্বংস করেন। আমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দেহ ও আত্মার ওপর এত অনুগ্রহ করেছেন যা গণনাতীত। আমি খোদার তরফ হতে ওহী ও ইলহাম প্রাপ্তির দাবী তখন করেছিলাম যখন আমি যুবক ছিলাম আর এখন তো আমি বৃদ্ধ। আমার এই দাবীর পর বিশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন বয়সে আমার চেয়ে যারা ছোট ছিল তারা গত হয়েছেন এবং তিনি আমাকে দীর্ঘায়ু দান করেছেন। আমার প্রত্যেক বিপদের সময় তিনি আমার পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু থাকেন। অতএব এক প্রতারকের কখনও এ বৈশিষ্ট্য হতে পারে কি? (রূহানী খাযায়েন, ১১তম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)